5 Marks Q:

শবরের ঠাঁটা

১। ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে এবং কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেই আবদ্ধ হয়েছিল।

শবরের ঠাঁটার আঘাতে এদের পর এক দক্ষিণ কলকাতায় খুন হয়ে চলেছিল। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে। প্রথম খুন হয় বুড়ো হিঙ্গিরি কালারাম, পরে মন্থর মঙ্গলরাম, তারপর মুদির দোকানী সুময় দাস। এই আশ্চর্য অস্ত্র পর পর খুন দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা পাগলের কাজ, পরে ক্রমশের সাহায্যে খুনী ধরা পড়ে।

২। অতঃপর খবরের কাগজে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হল।

হিঙ্গিরি কালারাম ও মন্থর মঙ্গলরামের মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে বেরোলেও তা নিয়ে বিশেষ কোরগোল পড়েনি, কিন্তু মুদি ব্যবসায়ী সুময় দাসের মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে বিশেষভাবে হৈ চৈ শুরু হল এবং পুলিশও হন্যে হয়ে ধরার জন্য তৎপর হয়ে উঠল।

৩। দেবাশিসের বাড়িটির বর্ণনা দাও।

দক্ষিণ কলকাতা হরিশ মুখার্জি রোডের নতুন রাস্তার ওপর দেবাশিসের ছোট দোতলা বাড়িটি অবস্থিত, বাড়ির চারদিকে আগাছায় ঘেরা বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, এখানে ওখানে কয়েকটি শিমুলের ফুলের গাছ। বাড়ির বাইরে ঘর দিকে নীল রঙ, ভেতর বাড়ির সবই সুশ্রী

ও দ্বিমহল। নিচের তলায় একটি ব্যবসার ঘর, তার সঙ্গে খাবার ঘর, রান্নাঘর ও চাকরের ঘর। দোতলায় ও একটি পরিবারের বসবার ঘর ও দুটি শোবার ঘর। দেবাশিসের বাবাই এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন।

॥

৪। নন্দুল চরিত্রটি কেমন?

নন্দুল চেহারায় বেঁটেখাটো, মাথায় টাক। সে ঠিকঠাক মতো নিয়মিত বেতন পায় না, কিন্তু চোখ দুটি সবসময় সতর্ক ও দিশাহারা থাকে। তবে মনিব দেবাশিসকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, ছেলেটা দাদাবাবু ও অন্য স্বপ্ন। মামামাসিরা তার সাথে খারাপ, দীপাও সঙ্গে দাদাবাবুর দায়িত্ব-দীপন কোনো সোশ্যাল সেটে-ছেলে। আবার ওদের মধ্যে স্বাভাবিক খোকাবাবু চলছে সে মতো মানিয়ে নায়, খোকাবাবু চলছে সে মতো মানিয়ে নায়,

॥

৫। দীপার বাপের বাড়ির পরিজনদের বর্ণনা দাও।

দীপার বাপের বাড়ির বংশ বেশ ভালো। তে সময় পয়সা কড়ি অনেক বেশী ছিল, অন্যদেরও ছিল, এখন তেমন কিছু না থাকলেও 'মর্যাদা লাখ টাকা'। বংশের মর্যাদা তার সাঁওতালি এই পরিবারের যথেষ্ট। দীপার ঠাকুর্দা উদয় মাঝির মুখুজ্জে বটে বড় ব্যবসায়ের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, এখন পঙ্গু হয়ে পড়ায় অচলাবস্থা। কিন্তু যথেষ্ট। দীপার বাবা নীল-কণ্ঠ মাঝির অধ্যাপক। মা ভালোমানুষ। দাদা বিনয় মাঝির সংস্কৃত নিয়ে পড়ে অধ্যাপনার চাকরি খুঁজছে। এই বাড়ির পুরনোর সঙ্গেই তেজস্বী, সকলের উদয় মাঝিরের হুকুমেই কোনো মতে চলে। মত মিলিয়ে দীপার বাপের বাড়ি সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত ও প্রাচীনপন্থী।

॥

১। নৃপতির - আস্তাবলটির বর্ণনা দাও।

নৃপতি লাহার মাত্র দুজনের এক মানুষ, বর্তমানে বংশে সে একা, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। সে উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তখন, সারা দিন লেখাপড়া করে, সন্ধ্যের পর নিজের বাড়িতে আস্তাবলে আসে, তার সেবাঘরটি প্রশস্ত, অন্যের দিনে এই ঘরে বাবুরা নাচের আসর বসাত। এখন মেঝেতে মোটামুটি পরিষ্কার নুড়ি; রুমের চেয়ার দেওয়া হয়েছে। একপাশে আছে সেকালের সাদামোড়া তক্তপোশ, দেওয়াল-মার্বেলিয়াম, পিয়ানো, রেডিও গ্রাম, তার আছে তাস, পাশা, দাবার প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

॥

৭। দেবাশিসের বাবার সঙ্গে নৃপতির কিভাবে পরিচয় হয়েছিল?

দেবাশিস তখন কলেজের ছাত্র, শিল্পীতে পড়াশুনা করে। এমন সময় একদিন মুকুলিকা বাবু, অর্থাৎ দেবাশিসের বাবা নৃপতি দের বাড়ির আসরের দুপাতে-পা পিছলে পড়ে যান, তখন নৃপতি তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো। এরপর থেকে মুকুলিকা বাবুর সঙ্গে নৃপতির ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার পর থেকে মাঝে মাঝেই তিনি নৃপতিকে তাঁর ফ্যাক্টরিতে তৈরী কেশতেল, সাবান, কেশ-প্রসাধনী ইত্যাদি উপহার দিতেন, মাঝে মাঝে বাড়িতে নিয়ে ধৌতকার্যও নিতেন। অবশ্য এর পর মুকুলিকা বাবুর মৃত্যু সংবাদ নৃপতি তার সময় মতো পায়নি।

॥

৮. দীপার সেবাশ্রমের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার বিবরণ দাও।

সেবাশ্রম তার বাবার প্রতিষ্ঠিত প্রসাধন ফ্যাক্টরি প্রজাপতির মালিক। বিয়ের পর সেদিন কর্মচারীদের অনুরোধে সে সেখানে দীপাকে নিয়ে যায়। কারখানাটি ব্যারাকের মতো লম্বা, অসংখ্য ঘর, আর দুপাশে চওড়া বারান্দা, যার নীচে অনেকটা খোলা ভূমিও আছে। সেখানে শত শত শ্রমিক মিলিয়ে বিশ-বাইশ লোক এখানে কাজ করে। খুব বড় কারখানা না হলেও এখানকার প্রসাধনী-শ্রেণীদের মধ্যে বেশ নাম আছে। দীপার যাওয়া উপলক্ষে সেখানে একটা ছোট মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে প্রবীণ কেমিস্ট এ. রামপ্রসাদ দত্ত দীপাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ফ্যাক্টরি ঘুরিয়ে দেখালেন। তখনো খড়খড়ে হয়েরেন কাজ করছিল। হালার মতো চাঁদের আলো ছেলেতেল, কোথাও শ্রেয় ক্রিম, কোথাও স্যাম্পুর, অটো কোথাও হতাশদের সুগন্ধ চারদিক ছেড়ে আছে। দীপার সব মিলিয়ে সেদিন এই কারখানাটি ঘুরে দেখে ভালো লেগেছিল। সেখানে গালনির আমার, বস্তুতো, চা, কেক, প্রচুর গোলাপ ফুলও লাগা উপহার দ্রব্য পেয়ে দীপার মন প্রসন্ন হয়েছিল।

//

৯. দীপার বান্ধবী-সুধার ভূমিকাটি ব্যাখ্যা কর।

দীপার বিবাহিত বান্ধবী-সুধা তার শ্বশুর বাড়িতে এসে সুখেরই নববিবাহিত দীপার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। দীপার চেয়ে সুধা বয়সে বড়, বিয়েও হয়েছে তার আগে। তার চেহারাটি গোলগাল, রঙ ফরসা। গান্ধী সাহেবকে, প্রকৃতি বিলাসিত গল্পে বেড়িয়ে দীপার সঙ্গে তার মনের সান্নিধ্য বেশি। দীপার হাতে নানা বেশি-নানা ধরনের সুধা একটু

অনুযোগ করে। আবার সেবাশ্রমের পাদ্রীরা মেয়ে মহলে এমনকি দীপার সঙ্গে একটু রসিকতাও করে। সিনেমা দেখার প্রস্তাবও দেয়, যদিও দীপা সিনেমায় যায়নি। প্রবল গুপ্তের নতুন মানের ছেলেরও ধরতে দিয়েছে সুধা, এইভাবে ধনিকের হাত সুধার আকর্ষণে দীপার মনে বেশ একটা চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

//

১০) দেবাশিসের বৃষ্টি ভিজে জ্বর হওয়ার ঘটনাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

দেবাশিসের স্কুলকালীন দীপার ওর উপর রাগ করতে পারেনি। প্রেমিক প্রবরের প্রতি টান সত্ত্বেও এই বাড়িতে থাকতে থাকতে দেবাশিসের ভদ্র চরিত্রের প্রতিও ওর একটা আকর্ষণ তৈরী হয়, এমনিসময় বৃষ্টি ভিজে দেবাশিসের জ্বর হওয়াটা এই কাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়েওঠে। একে তো দিন দুকোন অসুস্থ দেবাশিসের পাশে থাকতে থাকতে দীপার মনে মায়া বসাতে থাকে, ওর উপর এই উপলক্ষেই যে বলতে পারে দেবাশিসের হাত বিপরীত দিকে। প্রবল জোর না দেখালে দেবাশিস কাবেরীর হাতের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। অথচ প্রবলের হাত দীপার